❖ ৪.৪ বয়স্ক শিক্ষা ও ধারাবাহিক শিক্ষা (Adult & Continuing Education) :

আধুনিককালে প্রথাবর্হির্ভুত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হল বয়স্ক শিক্ষা। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বয়স্ক বলতে এখানে ১৪-৩৫-এর মধ্যবর্তী বয়সের বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা বোঝানো হয়েছে। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এমন অনেক লোক আছে যারা নিরক্ষর। লিখতে পড়তে জানে না। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পায়নি। জ্ঞানের এদের কাছে রুদ্ধ। আবার পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা বিদ্যালয়ে বাধ্য হয়ে বা স্বেচ্ছায় সামান্যতম শিক্ষা লাভ করে আর অগ্রসর হতে পারেনি।

এরা পরবর্তীকালে কলকারখানায়, খেত-খামারের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। সুযোগের অভাবে এদের অর্জিত বিদ্যা অকেজো হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা সব কিছু ভুলে গেছে। এরা প্রায় নিরক্ষরের পর্যায়ে নেমে গেছে। অথচ সামান্য নির্দেশনা বা পরামর্শ দিলে বা সামান্য অনুশীলনের সুযোগ পেলে এরা নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু জেনে নিতে পারবে। এই সমস্ত নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে শিক্ষাকর্মসূচি গৃহীত হয়েছে তা বয়স্ক শিক্ষা নামে পরিচিত।

বয়স্ক শিক্ষার ধারণা : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বয়স্ক শিক্ষা নানা নামে পরিচিত—মৌলিক শিক্ষা (Fundamental Education), শ্রমিক শিক্ষা (Workers Education), গণ শিক্ষা (Mass Education), জনগণের শিক্ষা (Education of people), সামাজিক শিক্ষা (Social Education) ইত্যাদি। প্রাথমিক পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা বলতে বোঝায় মূলত তিনটি বিষয়কে পঠন (Reading), লিখন (Writing) ও গণনা করার (Arimatics) শিক্ষাকে। বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষার এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। এর পরিধির বিস্তার ঘটে। বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষা

❑ **বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব :**

- বয়স্ক শিক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা করে। জ্ঞানের জগতে প্রবেশের মৌলিক দক্ষতা (Basic Tool of Learning) অর্জনে সহায়তা করে।
- বয়স্ক শিক্ষা মানুষের পেশাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিকে স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে যা পরোক্ষে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক।
- ব্যক্তিকে সমাজ সচেতন করে গড়ে তোলে। ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজের অধিকার সম্বন্ধে জানতে পারে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে। এককথায় বয়স্ক শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও চেতনার বিকাশ ঘটায়।
- বয়স্ক শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সুস্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলে। ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি সামাজিক স্বাস্থ্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়।
- বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অবসর জীবনযাপনের শিক্ষা লাভ করে ও অবসর জীবনকে সুস্থভাবে সৃজনশীল উপায়ে কাটানোর উপযোগী করে তোলে।

❖ ৪.৪.১ বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য:

আমাদের দেশের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্যগুলি হল—

(১) একজন বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিকে তার চারপাশের জড় জগত এবং সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক ও মূলগত তথ্য আহরণ ও বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(২) নিরক্ষর ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে এবং সমাজ সম্পর্কে একটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বা কোনো নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাহায্য করা, যাতে সে গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(৩) নিজ নিজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার নিরসনে যাতে কোনো বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতার সঙ্গে নিজেই উদ্যোগী হতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সদর্থক মনোভাব গড়ে তোলায় সাহায্য করা।

(৪) সমাজে ও রাষ্ট্রীক জীবনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। একই সঙ্গে তাদের পারস্পারিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়েও তাদের সচেতনতা অর্জনে সাহায্য করা।

1949 সালে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক মোহনলাল সাক্সেনার নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করে, সেই কমিটি অতপর বয়স্ক শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্দেশ করেন।

(১) দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং তাদের মধ্যে সমাজসেবামূলক মনোভাব গড়ে তোলা।

(২) বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুগ্ম বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি গড়ে তোলা, যার সাহায্যে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহল হয়ে উঠতে পারে।

(৩) বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত ও গৌরবান্বিত করে তোলা। তাদের মধ্যে এই সুবাদে গড়ে তুলতে হবে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্ম সচেতনতা, যার ফলে সম্পন্ন হবে পক্ষপাতশূন্য ভাবে শিক্ষার অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়ন।

(৪) নাচ, গান, বাজনা, কবিতাপাঠ বা আবৃত্তি ও সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বয়স্কদের আনন্দ উপভোগের বা বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে, এর ফলে সমৃদ্ধ হবে তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা।

(৫) এই সঙ্গে সাধারণভাবে পড়া, লেখা ও সাধারণ গণিত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হবে দৈনন্দিন জীবনের কর্মকুশলতা।

(৬) গ্রন্থাগার, বিতর্কসভা আয়োজন, আলোচনা সভা বসানোর মাধ্যমে, সাক্ষর বয়স্কদের জন্য রাখা হবে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা (Continuation Education)।

(৭) নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রের ধারণা 'বাঁচো' এবং অপরকে 'বাঁচতে দাও'—এই ধারণার প্রসার সাধন করা হবে। অর্থাৎ সহযোগিতার মানসিকতার স্ফুরণ ঘটানো হবে।

(৮) ব্যক্তি, গোষ্ঠী সম্প্রদায় ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণভাবে জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করা।

(৯) ব্যক্তিগত স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বা কমিউনিটিগত স্বাস্থ্য বিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(১০) সৌজন্যবোধ ও নীতি জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া।

(১১) ব্যক্তিগত বিকাশ সাধন করা, পারস্পারিক সম্মানবোধ গড়ে তোলা, যাতে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে যুগ্ম সম্পর্ক বজায় রেখে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে দৃঢ়মূল করা যায়।

(১২) জনগণের জীবিকাগত উন্নয়নের উপযোগী কার্যকরী বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের জীবনের মানের উন্নয়ন ঘটানো এবং জনকল্যাণকর ব্যবস্থার সৃজন করা।

❖ ৪.৪.২ জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি (National Adult Education Programme) :

১৯৭৭ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সংসদে বলেন যে, শিক্ষা পরিকল্পনার অগ্রাধিকারে (Priority) ক্ষেত্রগুলির অন্যতম হল সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা। তাই ১৯৭৮ সালে ২ অক্টোবর থেকে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প কর্মসূচি (National Adult Education Programme বা NAEP) জনসাধারণে দরিদ্রতম অংশের একটি ন্যূনতম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই সংগঠিত করা হয়। গ্রাম ও শহর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের কাছে সামাজিক ন্যায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার এক সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। প্রায় ১০ কোটি নিরক্ষরের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার লক্ষে এই প্রকল্পটি চালু হয়। জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পের কর্মসূচিতে ১৫-৩৫ বছর বয়সী নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার উপর গুরুত্ব দান করা হয়। দেশের উন্নয়নে সদর্থক ভাবে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ বয়সের যুবকযুবতীরা এক বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি বা সম্পদ। এই বয়সেই মানুষ তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থায় থাকে। এই বয়সেই সে নিজেকে উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে, জীবিকা অর্জনের চেষ্টা চালায়। কাজেই প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদনমূলক কাজে যোগদান করে দেশ গড়ার কাজে উপযুক্ত ভাবে অংশ নিতে পারে। এরাই হল দেশের নাগরিকদের মধ্যে সবথেকে উৎকৃষ্টতম অংশ। এদের মধ্যে রয়েছে অসীম উদ্দীপনা, সাহস ও কর্মক্ষমতা। এরাই পারে ভবিষ্যতের ভারতকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে। বিশেষ করে নারী, তপশিলি জাতি-উপজাতিদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারের উপর এই কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও জীবিকা তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য পূরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল—

- সমাজের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা এবং বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার।

- নিরক্ষর ও পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর মানুষের পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।
- নিরক্ষর মানুষদের স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা।

অর্থাৎ জ্ঞানের জগতে প্রবেশের মৌলিক দক্ষতা অর্জন (3R), সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি ও পেশাগত দক্ষতার বিকাশ—এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি এগিয়ে ছিল। ১৯৭৯ সালে ১ এপ্রিল থেকে শুরু করে পরবর্তী পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যেই এই কাজটি সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

❖ ৪.৪.৩ জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য :

জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্যগুলি হল—

(১) **সাক্ষরতার কর্মসূচি :** সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এবং বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলা।

(২) **সচেতনতা সৃষ্টি :** বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। এই সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিরক্ষর বয়স্ক শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী ও আত্ম নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

(৩) **কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি :** জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কারণ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ধারাবাহিক শিক্ষা (Contnuing Education) **:** শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ধরে রাখার তাগিদে শিক্ষা সেই দক্ষতাগুলিকে আরও উন্নত ও বিকশিত করার জন্য ধারাবাহিক শিক্ষাকর্মসূচির প্রয়োজন। এই কারণে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বয়স্ক শিক্ষার পাশাপাশি ধারাবাহিক (Contnuing Education) বা নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু আছে। বিভিন্ন দেশে এই কর্মসূচি বিভিন্ন নামে পরিচিত—Post Literacy Programme, Equivalent Programme, Quality of life Inprovement Programme, Income Generating Programme, Intellectual Development Programme, Future Oriental Programme ইত্যাদি। ধারাবাহিক শিক্ষা, সাক্ষরতা অর্জন করার পর তাকে ধরে রাখার জন্য ও সমৃদ্ধ করার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, সাক্ষর হবার পর উপযুক্ত চর্চার মাধ্যমে অর্জিত বিদ্যা রক্ষা করা ও আরও বৃদ্ধি করার জন্য বয়স্কদের সামনে সুযোগ সৃষ্টি করাই হল ধারাবাহিক শিক্ষার মূল কথা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সুনিশ্চিত করতে হলে ছাপা পত্রপত্রিকা, পুস্তক, সাহিত্যধর্মী বই ইত্যাদি বয়স্কদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে পৌঁছে দেওয়া দরকার। গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত পাঠাগার নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে ও গ্রন্থাগারের সুযোগ সকল সদ্য-সাক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির কাছে

পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন, বিতর্ক সভার আয়োজন, চলমান পাঠাগার প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

❖ ৪.৪.৪ বয়স্ক শিক্ষার বিষয়বস্তু :

(১) সাক্ষরতা বিষয়ক—

(i) কথা শুনে বোঝা/বুঝতে পারার ক্ষমতা।

(ii) প্রয়োজন বা চাহিদা বা অপছন্দের কথা গুছিয়ে বলতে পারার ক্ষমতা।

(iii) পড়তে পারার ক্ষমতা।

(iv) লিখতে পারার ক্ষমতা।

(v) প্রতীক চিহ্ন চিনতে পারার ক্ষমতা।

(vi) কোনো কিছু দেখে, সেই জিনিসটাকেই নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে পারার ক্ষমতা।

(vii) গুণতে পারার ক্ষমতা।

(২) সামাজিক পরিবেশগত বিষয়ের জ্ঞান :

সমাজে তার অবস্থান ও মর্যাদা বিষয়ে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলা এবং একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার সঠিক অবস্থান বিষয়ে তাকে সচেতন করে তোলা। সর্বপ্রকার অসাম্য, বঞ্চনা, শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি, যাতে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তির যথাযথ ভাবে তার পারিবারিক, সামাজিক এবং পৌর ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৩) সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিষয়ক জ্ঞান :

কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক গঠন সম্পর্কে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা, যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সে নিজে একজন সদস্য। এটা ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে রাজ্যস্তর, রাজ্যস্তর থেকে সামগ্রিক ভারতীয়ত্ব বোধের মধ্যে প্রসারিত হবে। গ্রামীণ লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করে যাত্রা শুরু করে, তা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বয়স্ক নিরক্ষরকে পরিচিত করে তুলবে। এখন আপন সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ও পরম্পরা বিষয়ে সচেতন থেকে সৃজনশীল কাজের সঙ্গে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি নিজেকে যুক্ত করতে সক্ষম হবে।

(৪) রাজনৈতিক পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান :

গণতন্ত্র এবং তার কর্মপদ্ধতি বিষয়ে বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে আবশ্যিক ভাবে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূল স্তরে গ্রাম প্রশাসনের কাজে তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রথা পদ্ধতি কীভাবে সক্রিয়

এবং কেমন ভাবে তা সাধারণের স্বার্থরক্ষার উপায় হতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃজন এবং ভারতীয় সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য কী কী সুযোগসুবিধা অধিকার ও কর্তব্য পালনের কথা আছে, সে সমস্ত বিষয়ে সচেতনতা আহরণ-বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে সহায়তা করবে ও তার রাজনৈতিক কর্তব্য পালনেও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার কাজেও সাহায্য করবে।

(৫) অর্থনৈতিক পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান :

জনতার অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা উন্নয়ন বিষয়ে অতি অবশ্যই বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। ভারতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে যা বয়স্ক নিরক্ষরদের সাহায্য করবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে তারা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনকে আরও জড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে। এই সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ কারিগরি কুটির শিল্পগত পণ্য উৎপাদন বিষয়েও তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে কোনো অঞ্চলে কী ধরনের কাঁচামালের সংস্থান বেশি সে সম্পর্কে সচেতনতা সঞ্চার করা হবে। পণ্য উৎপাদনের পর তার বিপণন, লাভ বা মুনাফা বিষয়ক জ্ঞান বয়স্কদের মধ্যে সম্প্রসারিত করা হবে।

(৬) স্বাস্থ্যবিধি পালন তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক জ্ঞান :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের সুফল ও প্রয়োজনীয়তা—বসতির চারপাশ পরিষ্কার রাখা। অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জল ও পানীয় জলকে পৃথক রাখা, পরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার, নোংরা জল স্বতন্ত্র জায়গায় বাহিত করে দেওয়া, উন্মুক্ত স্থানের মলমূত্র ত্যাগ না করা, সেপটি ট্যাঙ্ক যুক্ত শৌচাগার ব্যবহার, প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ, আলো হাওয়া যুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে বসবাস করা ইত্যাদি নানাবিধ স্বাস্থ্য বিধি পালন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি। আর অবশ্যই সরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা গ্রামীণ বয়স্ক নিরক্ষর মানুষজনকে পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রোগমুক্ত জীবনযাপনে উদ্দিপীত করবে।

❖ ৪.৪.৫ ভারতে বয়স্ক শিক্ষার সমস্যা :

ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক তথা সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু কিছু কিছু কারণে আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচি ফলপ্রসু হয়নি। এর পিছনে যে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) অত্যাধিক জনসংখ্যা :

ভারতবর্ষ জনবহুল দেশ। অত্যাধিক জনসংখ্যা বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বড়ো বাধা। বিপুল সংখ্যক জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সুতরাং অত্যাধিক জনসংখ্যা বয়স্ক শিক্ষার বিকাশের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

(২) সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যর্থতা :

সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যর্থতা বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে একটা বড়ো সমস্যা। এখনও পর্যন্ত সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্মসূচিতে সকল ৬-১৪ বছরের শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এখন প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ দেশের সমস্ত শিশুর কাছে পৌঁছাতে পারেনি। অনেক শিশু শিক্ষার বাইরে (Out of School) রয়েছে। ফলে ক্রমশ নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এটি বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপের।

(৩) সংসারের চাপ :

জীবন-জীবিকার প্রশ্নে বয়স্ক নিরক্ষরদের জীবন সংগ্রাম এত কঠিন যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অবসর বা সময় তাদের মধ্যে নেই। দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে এসে পড়াশোনা করার শক্তি, উদ্দীপনা ও উৎসাহ ও সময় কোনোটাই তাদের মধ্যে থাকে না।

(৪) অনীহা :

অনেক বয়স্ক শিক্ষার্থী মনে করে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই বয়সে নতুন করে লেখাপড়া শুরু করা অর্থহীন ও লজ্জার। এই কারণে শিক্ষার প্রতি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা (Motivation) কম।

❑ **উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব :**

বয়স্ক শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যা হল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য কেবল বিষয়ের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এরজন্য দরকার উপযুক্ত মানসিকতা, উৎসাহ ও সহানুভূতি সম্পন্ন মন। আর এই জন্য দরকার উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে এইরূপ সহানুভূতি সম্পন্ন সংবেদনশীল এবং উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অভাব রয়েছে।

❑ **উপযুক্ত ধারাবাহিক কর্মসূচির অভাব** (Continuing Education) **:**

ভারতে বয়স্ক শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যা হল উপযুক্ত ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচির অভাব। একবার সাক্ষর হবার পর উপযুক্ত চর্চার মাধ্যমে অর্জিত বিদ্যা রক্ষা করা এবং তা বৃদ্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতে বয়স্কদের সামনে সুযোগ সৃষ্টির জন্য ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এই ধারাবাহিক শিক্ষার কর্মসূচি একান্ত ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সরকারি বরাদ্দের অভাব :

যে-কোনো উন্নয়ন মূলক কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচি হল একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থের।

কিন্তু জাতীয় সম্পদের স্বল্পতার কারণে বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টই অপ্রতুল।

❑ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব :

বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয় আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রচুর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দরকার, আমাদের দেশে এই ধরনের উপকরণে অভার পরিলক্ষিত হয়।

❑ বয়স্ক শিক্ষার প্রতি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মনোভাব :

বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটা বড়ো বাধা হল বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচি প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব গড়ে তোলা বা সৃষ্টি করা। বয়স্ক নিরক্ষররা চান তাৎক্ষণিক ফলাফল যা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। তাই বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় আগ্রহ সঞ্চার করা খুবই কঠিন ও দুরূহ কাজ। কারণ বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণে সময় দেওয়াকে সময় নষ্ট বলে মনে করেন।

❑ অনুপযুক্ত পাঠক্রম :

ভারতে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে একটা বড়ো অসুবিধা হল যথাযথ পাঠক্রমের অভাব। প্রথাগত (Formal) শিক্ষার পাঠক্রম এখানে উপযুক্ত নয়। বয়স্কদের চিন্তাভাবনা, রুচি, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এটি আংশিক ভাবে করা হলেও সম্পূর্ণভাবে হয়নি। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও প্রয়োজনীয় সাহিত্যের (Study Material)-এর অভাব রয়েছে।

❑ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের অভাব :

বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও প্রয়োজনী সাহিত্যের (Study Materials) অভাব রয়েছে। সাক্ষরতা অর্জনের পর বয়স্ক শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেই ধরনের বইপত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

❑ উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির অভাব :

বয়স্ক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব রয়েছে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দ্রুতগতিতে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা কিংবা মনে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই বয়স্কদের জন্য চাই সহজ, আকর্ষণীয় ও নমনীয় শিক্ষণ প্রণালী। কোনো পদ্ধতি যদি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব বিরোধী হয় তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সামাজিক কারণ :

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা (Social Taboo) সংস্কার, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামীতা, রক্ষণশীল মনোভাব, প্রভৃতি কারণে গ্রামের বয়স্ক মহিলারা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে চায় না। এটি বয়স্ক শিক্ষার একটি সমস্যা।

❖ ৪.৪.৬ বয়স্ক শিক্ষার সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান :

ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি দেখা যায় সেগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে সমাধান করা যেতে পারে—

- জনশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা, জননিয়ন্ত্রণ কৌশল। জনশিক্ষা (Population Education), বাল্যবিবাহের কু-ফল প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের মনে শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ সঞ্চারের জন্য ভারতবর্ষের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।
- বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে প্রয়োজন ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের চাহিদা, সামর্থ্য ও আগ্রহের কথা বিবেচনা করে বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করতে হবে যা বয়স্ক মনস্তত্ত্ব নির্ভর (Adult Psychology)।
- নিরক্ষর সদ্যসাক্ষর, অর্ধসাক্ষর ও নানা বয়সের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক (Study Materials) রচনা করতে হবে।
- বয়স্কদের জন্য সহজতর, অধিকতর নমনীয় ও আকর্ষণীয় শিক্ষণ প্রণালীর সাহায্যে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বয়স্ক শিক্ষার জন্য সেবা মনোভাবাপন্ন ও উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই কাজে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এদের মধ্যে থাকা দরকার উপযুক্ত মানসিকতা, উৎসাহ ও সহানুভূতি সম্পন্ন মন।
- বয়স্ক শিক্ষার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ধারাবাহিক কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয়। ছাপা পত্রপত্রিকা, পুস্তক, সাহিত্য ইত্যাদি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে পৌঁছে দেওয়া দরকার। গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত পাঠাগার নির্মাণ ও গ্রন্থাগারের সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। ভ্রাম্যমান (Mobile Library) পাঠাগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার।
- বয়স্কদের শিক্ষণ কার্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের যোগানের ব্যবস্থা করা দরকার।
- বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচিতে পেশাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিনোদনমূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকা দরকার—
- সর্বোপরি বয়স্ক শিক্ষার সাফল্যের জন্য গণসচেতনা সৃষ্টি করা দরকার। এর জন্য গণ প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।